'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'
অর্থ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

শাইখ জশিমউদ্দীন রহমানী (হাফিজাহুল্লাহ)

সূচিপত্র

১. ইসলাম অর্থ কি?

মিশকাতুল মাসাবীহ নামক কিতাবের 'কিতাবুল এলেম'-এ শেষের দিকে একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, মানুষের সামনে, মুসলিমদের সামনে এমন একটি সময় আসবে যখন ইসলামের শুধুমাত্র নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এরা জানবে না ইসলাম অর্থ কি।
আমরা আজ শিক্ষিত। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ইসলাম অর্থ কি, অনেকেই বলবে ইসলাম অর্থ শান্তি। কারণ এটাই শেখানো হয় এই দেশে। অথচ আমরা কখনো যাচাই করিনা আসলে ইসলাম মানে কি।
ইসলাম কায়েম হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এটা সত্য, কিন্তু তাই বলে ইসলাম মানে শান্তি নয়।
এটা এই খ্রিষ্টান-ইহুদিরা ভারত উপমহাদেশ দখল করে ওরা এই কাজটাই করেছে, মুসলিম জাতির মধ্যে সুকৌশলে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ইসলাম মানে শান্তি। কাজেই তোমরা শান্তিতে বসবাস করবে, নামাজ-রোযা করবে, ঘুমাবে আর আস্তে ধীরে হাটবে, পিপড়ায় যেনো টের না পায় জমিনে। তোমরা বুজুর্গির মাপকাঠি হবে, তোমরা সবসময় ঘরে বসে থাকবে, খানকায় বসে থাকবে, জঙ্গলে গিয়ে ইবাদাত করবে নির্জনে। ভালো কথা, আমরা এগুলোকে অনেক ভালোই মনে করি। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি?
ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে "রাষ্ট্রকে ধর্মের থেকে আলাদা রাখবে" । তোমরা ওই মসজিদে গিয়ে কাজ করো। খবরদার রাষ্ট্র নিয়ে কোনো কথা বলবে না। ইসলামের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, ইসলামের কি আছে এসব নিয়ে খবরদার কথা বলবে না। নতুবা ইসলামের মানে ওরাও ভালো করেই জানে।
ড. হাম্ফে তার ডায়রীতে ইংরেজীতে পরিষ্কার করে লিখেছেন, 'ইসলাম মানে শান্তি না। ইসলাম মানে কারো কাছে আত্মসমর্পন করা'।
আর মুসলিমদের পরিভাষায় ইসলাম বলে এক আল্লাহ্‌র বিধানের সামনে, এক আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে, এক আল্লাহ্‌র বানী কুরআনের সামনে, জীবনের সকলে ক্ষত্রে- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষত্রে এক আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পন।
এটা কুফফাররা ভালো করেই জানে যে, এই অর্থ যদি মুসলিমরা জানে তাইলে এই মুসলিম জাতিকে আর কোনো ভাবেই দমন করা যাবে না। এজন্য এদেরকে শেখাও ইসলাম মানে শান্তি।
হ্যা, সালাম অর্থ শান্তি। আমরা যে একজন আরেকজনকে সালাম দেই 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ 'তোমার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক', এই সালাম অর্থ শান্তি।
ইসলাম অর্থ হচ্ছে এক কথায় এক আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মানব রচিত বিধান, মানব রচিত আইন-কানুন, মানুষের সংবিধান, মানুষের সার্বভৌমত্য এই সকল বিধান বাতিল করে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্য, এক আল্লাহ্‌র সংবিধান কায়েমের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার নামই হচ্ছে ইসলাম।
এরকম যারা কাজ করে, আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে তাদেরকে বলে মুসলিম। কিন্তু আজ মুসলিম জাতি তা ভুলে গিয়েছে।

২. আজ মুসলিম কাকে বলে?

মুসলিম জাতি আজকে খাজাবাবা, গাজাবাবা, পীরবাবা, দরগাওলা, গাউছুল আজম, গরিব নেওয়াজ এইসব টাইটেল দিয়ে মানুষদেরকে আল্লাহের আসনে বসিয়েছে।
আমাদের দেশে মহাখালির একটা মসজিদ আছে, গাউছুল আজম বরপীর আব্দুল কাদের জিলানী মসজিদ। আপনি চিন্তা করেন নাই 'গাউছ' মানে কি। গাউছ অর্থ 'বিপদে সাহায্যকারী' আর 'আজম' অর্থ 'সবচেয়ে বড়'। তাইলে অর্থ দাড়ায় 'বিপদে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী'। সে কে? মানুষ না আল্লাহ? আল্লাহ্‌ ছাড়া তো কোনো সাহায্যকারীই নাই, এখন কেউ যদি কোনো মানুষকে গাউছুল আজম বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুশরিক হয়ে যায়।
'গরিব নেওয়াজ' ফারসি শব্দ যার অর্থ 'গরিব অসহায়কে যে দান করেন'। এখন চিন্তা করেন দান করার মালিক কে? এইভবে জকে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদাত চলছে।
এজন্য মুসলিম জাতি আজ চতুর্দিকে পদদলিত, লাঞ্চিত, অবহেলিত। মুসলিম জাতিকে কেউ ভয় করে না। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলিমদের ভয়ে গোটা দুনিয়ার সুপার পাওয়ার গুলো থরথর করে কাপতো। কেনো?
আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনের বলেছেন, *"খবরদার তোমাদের কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই, তোমরাই থাকবে উচ্চাসন। তোমাদের শত্রুর কত শক্তি, কত অস্ত্র আছে এগুলো তোমাদের চিন্তা করার দরকার নাই। শর্ত হচ্ছে তোমরা যদি মুমিন হতে পারো। "*- এই মুমিন কারা?
আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে সুরা বাকারার ৮নং আয়াতে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে অনেক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি, পরকালে বিশ্বাস করি, আমরা পাক্কা মুমিন। আল্লাহ্‌ বলেন না, ওরা মুমিন না, ওরা মুনাফিক। "

৩. আবু জাহেল আবু লাহাবরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো?

আমরা মনে করি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) যুগে কাফেররা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো না, সেজন্য ওদের কাফের বলা হতো। আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি এজন্য আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছি। আসুন আমরা কুরআনকে জিজ্ঞাসা করবো আসলেই মক্কা কুফফাররা বিশ্বস করতো কিনা।
সূরা যুখরুখের ৮৭নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, *"হে নবী, ওদেরকে (মক্কার কাফেরদেরকে) জিজ্ঞাসা করুন কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে তাদের সৃষ্টি করেছে আল্লাহ্‌। "*
ঐ সূরার ৯নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, *"হে নবী, ওদেরকে (মক্কার কাফেরদেরকে) জিজ্ঞাসা করুন কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও জমিন, তারা বলবে আল্লাহ্‌ যিনি মহাপরাক্রমশালী অ মহাবিজ্ঞানী। "*
তাইলে মক্কার কাফেররাও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো। এমনিভাবে আজকে আমাদের সমাজে কালিমার দাওয়াত ব্যপকভাবে হচ্ছে। কেউ তর্জমা করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানে কোনো কিছু থেকেই কিছু হয়না, মানে চাকরী খাওয়ায় না, জমিন খাওয়ায় না, একমাত্র আল্লাহ্‌ খাওয়ায়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তর্জমা কি এটা?
আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে আরো বলেছেন, "হে নবী, আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে আসমান থেকে পানি বর্ষন করে, অতপর মৃত জমিনকে আবার জীবন্ত করে ফসল হবার উপযুক্ত করে কে? ওরা বলবে আল্লাহ্‌। "
তাইলে বুঝা যাচ্ছে মক্কার কুফফাররা বিশ্বাস করতো ফসল দেওয়ার মালিক আল্লাহ্‌, বৃষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ্‌। এমনি করে আল্লাহ্‌ আরো বলেন চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এসবের মালিক যে আল্লাহ্‌ এটাও তারা বিশ্বাস করতো।
আমরা আরো সামনে গেলে দেখবো শয়তানও বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌ আছেন। শয়তান আল্লাহ্‌র জান্নাত দেখেছে, সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেছে। সে আবেদন করেছিলো, "হে আমার রব আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করুন। "
এমনিভাবে ফেরাউন যে নিজেকে আল্লাহ্‌ দাবী করতো সেও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো। এমনকি ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতো। তারা বলতো তারা আল্লাহ্‌র পুত্র, নাতী-পুতি, শুধু তাই না তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় পুত্র।
তাইলে এদের সকলের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়?

৪.১ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

আমরা সাক্ষ দেই "আশহাদু আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", কিসের সাক্ষ দিচ্ছি?
একজন লোক আদালতে গেলো খুনের মামলার সাক্ষ দিতে। বিচারক জিজ্ঞাসা করলো কে খুনি? লোকটা বললো তা তো জানি না। তাইলে বলো কাকে খুন করেছে? বলে তাও তো জানি না। বিচারক বলবে ফাইজলামো করতে আসছো, এই কে আছ একে জেলে ঢুকাও।
দুনিয়ার একটা সামান্য সাক্ষ না বুঝে দেওয়া যায় না, আর আমরা সাক্ষ দেই "আশহাদু আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", কিন্তু কি বলছি তা জানিই না। এই সাক্ষও দিচ্ছি আবার এর পরিপন্থি কাজগুলোও করছি।
মনে পড়ে যায় মিশরের বিশিষ্ঠ আলেম যার বাংলা তাফসীর বের হয়েছে 'ফি যিলাযিল কুরআন'। এই কিতাব লিখার কারণেই মূলত তাকে ফাসিতে ঝুলতে হয়েছে। উনাকে ফাসি দেওয়ার আগে জেলের ইমাম এসেছে উনার কাছে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? ইমাম বললো আপনার ফাসি হচ্ছে, আর জেলে যে সমস্ত মুসলিমদের ফাসি হয়, তাদের আমি তওবা পড়াই, কালেমা পড়াই। এটা আমার দায়িত্ব এখানে। উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন কি কালেমা পড়াও। ইমাম বললো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়াই। উনি বললেন– আশ্চর্য, আমিতো এই কালেমার সাক্ষ দেওয়ার কারণে, এই কালেমার দাওয়াত দেওয়ার কারণেই ফাসিতে ঝুলতে যাচ্ছি। যে সরকার আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার কারনে ফাসি দিচ্ছে, সেই একই সরকার তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়াবার কারণে পয়সা দিচ্ছে। তাইলে বুঝা গেলো তোমার আর আমার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। যাও তুমি তোমার কালেমা নিয়ে থাকো, তোমার কাছে কালেমা পড়ার দরকার নাই আমার।
বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলি আর আল্লাহ্র নবীও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিলেন। আল্লাহ্র নবী যেদিন বলেছিলেন তখন অবস্থা কি ছিলো তা আলোচনা করা খুবই জরুরি।
আল্লাহ্র নবী যখন নবুয়্যত প্রাপ্ত হলেন, গোপনে ৩বছর পর্যন্ত তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুকুম আসলো, "হে নবী আপনি যে আধিষ্ট হয়েছেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে বলুন আর গোপনে নয়। আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন"। আরবের তৎকালীন নিয়ম ছিলো জরুরী কোনো কথা বলতে গেলে তারা সকালবেলা পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে উঠতো। আল্লাহ্র নবী সেই নিয়ম অনুযায়ী সাফা পাহাড়ে উঠেছিলেন। সেদিন সকালে উঠে জোরে এক এক করে ডাক দিলেন মক্কার গোত্রের নাম ধরে- ইয়া সাবাহা, ইয়া বনু হাশেম, ইয়া বনু মুত্তালিব। মক্কার লোকেদের কান সতর্ক হয়ে গেলো, সবাই একে একে জামায়াত হতে শুরু করলো। যে নেতারা অসুস্থ তারা তাদের অধিনস্থদের পাঠালো।
অতঃপর আল্লাহ্র নবী জিজ্ঞাসা করলেন- হে আমার মক্কার নেতারা আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে তোমাদের শত্রুবাহিনী ওঁত পেতে বসে আছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

তারা বলল- অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আমরা আপনার কাছে কখনো মিথ্যা কথা শুনি নাই, আপনি তো আল-আমিন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি), আপনি আমানতের খেয়ানত করেন না।
এরপর আল্লাহ্‌র নবী বললেন- ওহে মক্কার লোকেরা, তাহলে আমি এখন যা বলবো তা যদি তোমরা বিশ্বাস করো ও স্বীকৃত দাও, তোমরা গোটা আরব দশের মালিক হতে পারবে। অনারব বিশ্ব তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে অথবা তারা তোমাদের জিজিয়া দিয়ে থাকবে, গোটা দুনিয়া কর দিতে বাধ্য হবে।
মক্কার নেতারা খুব খুশি। এখন পর্যন্তও তারা খুশি, কারণ নেতৃত্ব পাওয়া যাবে। নেতৃত্বের জন্য নেতারা সব করতে পারে। আল্লাহ্‌র নবী এখন পর্যন্ত তাদের কাছে বিশ্বস্ত ব্যক্তি কিন্তু এখুনি সব বদলে যাবে। কী এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি সেদিন যার কারণে এখন পর্যন্ত যে লোকগুলো নবীর পক্ষে, এক মূহুর্তের মধ্যে সেই লোকগুলো নবীর বিরুদ্ধে চলে যাবে।
আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন- ওহে দুনিয়ার মানুষেরা (কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষদের আহ্বান করলেন) তোমরা বলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ।
এটা তো আমরাও বলি, যদিও অর্থ বুঝিনা। কিন্তু মক্কার কুফফাররা ভালো করেই বুঝেছে, তাই তারা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলো- তোমার গোটা জীবনে ধ্বংস হোক, তুমি এইজন্য আমাদের জড়ো করেছ? এরপর আবু লাহাব আল্লাহ্‌র নবীকে মারতে উদ্দত হলো হাত উঁচিয়ে। এজন্য আল্লাহ্‌র নবীর পক্ষে একটা লোকও প্রতিবাদ করতে পারলো না। নবী মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ঘরে চলে গেলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শ্বান্তনা নাজিল হলো সূরা লাহাবের আয়াতসমূহ।
আবু লাহাব বলেছিলো- মুহাম্মদ কি আমাদের সকল আল্লাহ্‌, দেব-দেবী, এত পীর বুজুর্গদেরকে এক আল্লাহ্‌র মধ্যে কেন্দ্রীভুত করে ফেলছে? এ বড় আশ্চর্য কথ। আমরা আমাদের আলেহাদেরকে মানে আল্লাহ্‌দেরকে, বহু ইলাহদেরকে বর্জন করবো এক উম্মাদ কবির কথায়?

আর কাফেররা আশ্চর্য হলো যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফেররা বললো, এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়' (সূরা সোয়াদ: ৪-৫)

এখানে আল্লাহ্‌র নবী কিন্তু ওদের আল্লাহ্‌দেরকে বর্জন করতে বলেন নাই। ওরাই বুঝতে পেরেছে 'লা ইলাহা' এর মানে আগে সব বর্জন করো। আপনি বিল্ডিংয়ে নতুন রং করলে পুরাতন রং আগে ঘষে মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়, এরপর নতুন রং করবেন। ঠিক তেমনিই 'লা ইলাহা' মানে হচ্ছে আগে সব বর্জন করতে হবে, মানুষের তৈরি সব আইন-কানুন, সার্বভৌমত্ব সব বাদ দিতে হবে।
বুঝা গেলো আবু লাহাবরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো। আমরা বুঝিনি।

৪.২ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

যেকোনো একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে গেলে ৪টা মূল উপাদান থাকা আবশ্যক- সংবিধান, সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক সীমানা এবং জনগন। এগুলো ছাড়া রাষ্ট্র হয়না। সকলেই জানেন আমাদের দেশের একটি সংবিধান আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ৭(১) এ লিখা আছে *"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"* । এখন যদি কোনো ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে আবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে?
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানে কোনো ক্ষমতার মালিক কেউ নাই, কোনো জনগন না। আমাদের দেশে জনগণ ক্ষমতার মালিক। এখন এতো ক্ষমতার মালিক হলে তো সমস্যা। সেজন্য জনগণ ভোট দেয়, ঐ ক্ষমতাটাকে হস্তান্তর করে এমপিদের কাছে। এবারে এমপিরা ক্ষমতার মালিক হয়ে সংসদে গিয়ে বসলো। এখন এরা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এই সার্বভৌমত্বের কমান্ডকে আইন বলা হয়।
আপনারা জানলে অবাক হবেন, ফেরাউন যে নিজেকে আল্লাহ্ দাবী করেছিলো সে এই অর্থেই দাবী করেছে। ফেরাউন নিজেকে আসমানের আল্লাহ্ দাবী করে নাই। এটা দাবী করলে কেউ মানতোও না। আসমানের মালিক, চন্দ্র-সূর্যের মালিক দাবী করলে কেউ মানতো না। ফেরাউন বলেছিলো- মিশরের ক্ষমতা কি আমার হাতে নয়? তাইলে বুঝা যাচ্ছে মিশরের ক্ষমতার মালিক সেই হিসেবে নিজেকে সে আল্লাহ্ দাবী করেছে।
আমাদের সংসদের এই লোকগুলো দেশের ভোট পেয়ে ক্ষমতার মালিক হয়ে তারা সার্বভৌমত্বের দাবী করছে। কিন্তু এই ক্ষমতার মালিক কে? আল্লাহ্ ছাড়া? তাহলে কি তারা আল্লাহ্র আসনে বসেছে না? ফেরাউন যেই অর্থে নিজেকে আল্লাহ্ দাবী করেছিলো, এরাও সেই অর্থেই আল্লাহ্ দাবী করছে নিজেকে। আল্লাহ্ শব্দটা সরাসরি বলে না, কারণ ওরা আরবি সেভাবে বুঝে না, তাই বাংলায় বলে সার্বভৌমত্বের মালিক। এখন তাইলে আসেন কুরআনকে জিজ্ঞাসা করি সার্বভৌমত্বের মালিক হতে কি কি লাগে এবং কে সার্বভৌমত্বের মালিক। আমরা সবাই জানি 'আয়াতুল কুরসি' এর ফজিলত সম্পর্কে। এতো পাওয়ার-ফুল কেনো এই আয়াতুল কুরসি জানেন কি? কারণটা এর অর্থেই রয়েছে-
-*আল্লাহ,তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।* তোমাদের যত ইলাহ আছে সব মরবে।
-*তাঁকে নিদ্রা স্পর্শ করে না, নিদ্রার আগের তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না।* আমাদের দেশের গুলা রাতের বেলা কেমন নাক ডেকে ঘুমায় গিয়ে দেখেন।
-*আকাশ ও ভূমিতে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর।* তাইলে তোমাদের গুলো কীভাবে সার্বভোমত্বের দাবী যেখানে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্র।
-*কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তার অনুমতি ছাড়া?* সুপারিশ করতে গেলেও আগে অনুমতি লাগবে।
-*দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।* এই লোকগুলো কিছুই জানে না।
-*তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু তা ব্যতীত – যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।*
-*তাঁর আসন সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে।*

-আর সেগুলোকে ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন নয়।
-তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারাঃ২৫৫)
এখানেই বুঝা যায় ইসলামে সার্বভোমের ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। এজন্যই এই আয়াতুল কুরসীর এতো মর্যাদা। কুরআনে সূরা আলে-ইমরানের ২৬নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, *"বল, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'। "* তাহলে বুঝা গেলো ইসলামে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ সুবহানহু তা'আলা যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, মানে শুধু তারই আইন দেওয়ার ইখতিয়ার আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সবকিছুর ক্ষমতার মালিক। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার।
আমাদের সংবিধানের ধারা ৭(২)-এ বলা আছে *"জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"* এখন এটা দ্বারা যদি অন্য রাষ্ট্রের সংবিধানকে বুঝাতো তাইলে আমাদের কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু এর আওতায় দেখা যায় কুরআনকেও নিয়ে এসেছে। কুরআনের যে সমস্ত আইন ঐ সংবিধানের ধারার সাথে অমিল আছে সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। যেমন কুরআনের চোরের হাত কাটার বিধান চলে না, কুরআনে মদ হারাম করেছে, এরা করে বৈধ বা হালাল, কুরআন মূর্তি তৈরীকে হারাম করেছে, এরা মূর্তি তৈরীর প্রতিযোগিতা করছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি, স্কুল-কলেজ ভর্তি মূর্তি দ্বারা। আল্লাহ্ বলেন যিনা-ব্যভিচার হারাম, এরা বলে পতিতালয়ের লাইসেন্স থাকলে ওটা বৈধ, ওরা হলো তখন যৌনকর্মী। আল্লাহ্র বিধান যেখানে যেখানে সাংঘর্ষিক সেখানে আল্লাহ্র বিধানকেই বাতিল করা হয়েছে, আর ওদেরটা বহাল রাখা হয়েছে। এবার দেখুন আল্লাহ্র বিধানকে না মানলে তো আল্লাহ্কে অমান্য করাই হচ্ছে।
অথচ "লা ইলাহা" মানেই হলো কোনো ইলাহ চলবে না, কারো ইবাদাত নাই, আনুগত্য নাই। "ইল্লাল্লাহ" মানে আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুমই মানবো না। এই সাক্ষি আমরা যে দিচ্ছি, আমরা কি তা বুঝে দিচ্ছি? তাহলে আমাদের অবস্থা তো আদালতের সেই বেচারার মত হলো। আমরাও বুঝিনা, যেখানে সাক্ষ দিচ্ছি সে সমাজের মানুষও বুঝে না। নতুবা আল্লাহ্র নবী যেদিন এ ঘোষনা করলেন সেদিন কি হলো? আল্লাহ্র নবীকে তারা মারতে উদ্দত হলো কেনো?
এরপর মক্কার লোকেরা আল্লাহ্র নবীর চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললো- *"তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মক্কার, তোমার ভতিজাকেও ভালো জানতাম। কিন্তু সে পাগল হয়ে গেছে। আমাদের প্রস্তাব সে যদি ধনী হতে চায়, তাকে আমরা বিত্তশালী বানিয়ে দেব। সে যদি নারীর জন্য এই দাওয়াত দিয়ে থাকে, তাকে আমরা মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ে দেবো। যদি সে ক্ষমতার জন্য একাজ করে থাকে, তাকে আমরা নেতা বানিয়ে দেবো। কিন্তু শর্ত একটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দেওয়া যাবে না। "*
চাচা আবু তালিব আল্লাহ্র নবীকে গিয়ে বললেন, *"বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এদের ক্ষমতা সম্পর্কে তো তুমি জানোই, এদের দল আছে, জনগণ আছে। "*
আল্লাহ্র নবী বললেন, *"আপনি নিজের সন্তানের চেয়ে আমাকে আগলে রেখেছেন বেশি। যেনে রাখেন ওরা এসব না, ওরা যদি আমার একহাতে আসমানের সূর্য আর একহাতে চন্দ্রও তুলে দেয়, তাহলেও*

আমি মূহুর্তকালের জন্যও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াহ থেকে বিরত থাকবো না। কারণ আমি দাওয়াহ দিচ্ছি আল্লাহ্‌র পক্ষে। আমি যার পক্ষে দাওয়াহ দিচ্ছি তিনি ওদের চেয়েও আরো বড় ক্ষমতার মালিক। আমার মাওলা আছে, দুনিয়ায় কুফফারদের কোনো মাওলা নাই। আমি তার পক্ষেই দাওয়াহ দিচ্ছি। ”

এরপর আল্লাহ্‌র নবীর উপর অত্যাচার-নিপিড়ন শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত নবীকে হত্যা করার জন্য ঘেরাও করা হলো, যখন আল্লাহ্‌ই সাহায্য করেছিলেন। তাই আমরা যে এই সাক্ষ দিচ্ছি বুঝে শুনে দিতে হবে। আজকে আমরা সাক্ষি দিচ্ছি আবার এর বিপরীত কাজ গুলোও করছি। কিছু শিরক ভিআইপি কিছু শিরক গরিব শিরক। আমাদের দেশে অনেকেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াহ দেয়। কিন্তু তাদের এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঐ ভিআইপি শিরককে স্পর্শও করতে পারে না। অনেকেই শিরক বলতে বুঝে শুধু কবরপূজা, পীরপূজা এসবকে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা যে বড় একটা শিরক এটা বুঝতে চায় না। অথচ নবীদের প্রথম বিরোধীতা করেছে রাষ্ট্রীয় শক্তি। মূসা (আঃ) যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াহ দিলেন তখন তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলো তখনকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক ফেরাউন। ইব্রাহীম (আঃ) বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলো নম্রুদ। নবীজীর বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলো মক্কার নেতারা যারা তৎকালীন ক্ষমতার মালিক ছিলো।

বুঝা গেলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানেই প্রথম পর্যায়ে আঘাত আনবে জনগনের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের আইনকে বাতিল করে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও কমান্ড প্রতিষ্ঠা দিয়ে। এটাই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ।